একক ১১ □ স্বল্প পরিমাণ শিল্পের নথীকরণ (Registration of SSI unit)

গঠন

১১.১ ভূমিকা

১১.২ ফ্যাশন বিপননের ধারণা

১১.৩ নথীকরণ ভূমিকা

১১.৪ ব্যবসায়িক অনুমোদন লিপি

১১.৫ ব্যবসার বিষয়বস্তু ও লোন সংক্রান্ত আবেদনপত্র

১১.৬ উদ্যোগ গ্রহণের প্রকল্প

১১.৭ প্রকল্প প্রস্তুতিকরণ

১১.৮ ব্যবসায়িক প্রকল্পের নমুনা

১১.১ ভূমিকা

স্বল্প পরিসর শিল্প আঞ্চলিক চাহিদার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। এই শিল্পগুলি তৈরী করতে কাঁচামাল, পরিবহন ইত্যাদির খরচ কম এবং ফলশ্রুতিতে উৎপাদন খরচও কম।

কিন্তু কোন শিল্পগোষ্ঠী যদি SSI unit গড়ে তুলতে চায় তাহলে প্রথমেই তাদের সেই unit-কে সরকারী নথীভুক্তীকরণ করা প্রয়োজন।

এই নথীকরণ জেলা শিল্পায়নের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

১১.২ ফ্যাশন বিপননের ধারণা

ফ্যাশন বিপনন সম্বন্ধে বিশদভাবে বলতে গেলে আগে বাজার ও বিপনন ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে জানা দরকার। আমাদের এ বিষয়ে জানা আছে যে, কোন নির্দিষ্ট স্থানে ক্রেতা-বিক্রেতা একত্রে মিলিত হয়ে মূল্যের বিনিময়ে পন্য ও সেবা আদান-প্রদান করাকে বলে বাজার। আবার, যে কর্মসমন্বয়-এর মাধ্যমে কোন ফ্যাশনজাত দ্রব্য বা পোশাক মূল্যের বিনিময়ে মালিকানার হস্তান্তর ঘটায়, সেই কর্মসমন্বয় ও সংগঠিত প্রক্রিয়া বা কার্য্যকলাপ হল বিপনন ব্যাবস্থাপনা।

বস্ত্র বা পোশাক শিল্পে কাপড়, পোশাক এবং পোশাক এর আনুষঙ্গিক জিনিষগুলি, যে গুলি দিয়ে বা প্রয়োজন মত ব্যাবহার করে পুরুষ-মহিলা ও শিশুদের বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্য্যমূলক এবং পছন্দসই পোশাক উৎপাদন করা হয়, সেগুলি ফ্যাশনজাত দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম। এমনকি গৃহসজ্জায় এই ফ্যাশনজাত দ্রব্যের ভূমিকা বা ব্যাবহার প্রশংসনীয়।

পোশাকশিল্পে কোন পোশাক সম্পূর্ণরূপে বানাতে মূল বস্তু বা কাপড় ও আর যে সমস্ত জিনিষগুলি লাগে সেগুলি হল চামড়া, লোম বিশিষ্ট পশুচামড়া, বিভিন্ন ধাতব এবং প্লাষ্টিক বস্তু এবং তাদের প্রয়োগ। আবার গৃহসজ্জায় যে সমস্ত জিনিষগুলি লাগে সেগুলি হল ফার্নিচার, বিভিন্ন কাঠ, ধাতব এবং প্লাষ্টিকের বিভিন্ন বস্তু বা দ্রব্য। সেইসাথে বিভিন্ন ঘর এবং ফার্নিচার সজ্জিত করতে যে মূল বস্তু লাগে সেটা হল বিভিন্ন রঙ বা রঙ ছাপা কাপড়।

ফ্যাশন ব্যাবসা হল এমনই ব্যাবসা, যার প্রভাব বিশ্বজুড়ে। পৃথিবীর ধনী দেশগুলিতে ফ্যাশন পোশাকের রাজধানী বা বিভিন্ন কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ বাজারের কেন্দ্র স্থলগুলি বিভিন্ন নামী এবং জাঁকজমকপূর্ণ শহরে হয়ে থাকে। এই ব্যাবসা হল উত্তেজনামূলক, সক্রিয়, সৃষ্টিকারক এবং বড় ধরনের ব্যাবসা, এই ব্যাবসার মাধ্যমে বহু মানুষ ও তাদের পরিবার জীবিকা নির্ভর করে থাকে।

ফ্যাশন বিপননে মারড্যানডাইজিং হল কোন ফ্যাশনজাত দ্রব্য বা পোশাক সামগ্রী লভ্যাংশের বিনিময়ে কেনা-বেচা ও তার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি।

কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন উৎপাদক এবং ব্যাবসাদার অর্থাৎ যারা এই ব্যাবসায় জড়িত বা এই ব্যাবসা করে থাকে তাদেরকেও মারড্যানডাইজার বলা যেতে পারে।

ফ্যাশনজাত পোশাক কাপড় উৎপাদন থেকে শুরু করে, সেই সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল এবং পোশাক উৎপাদন ঘটিয়ে বিভিন্ন চিহ্নিত স্থানে অর্থাৎ বাজারের মাধ্যমে ভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে যারা নিযুক্ত, সেই ব্যক্তি-বিশেষজ্ঞজনেরা হল কাপড় এবং পোশাক উৎপাদকগণ, প্রযুক্তিবিদ্যায় অভিজ্ঞাজনেরা, ডিজাইনার, পণ্য ব্যাবসাদার এবং বিপননকারী এব্যাপারে নির্দিষ্ট ব্যাক্তি-বিশেষজ্ঞারা প্রত্যেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

কোন ফ্যাশনজাত দ্রব্য যখন বাজারে আসে এবং অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠে তখন হাল ফ্যাশনের ঝোঁক বা Incoming fashion trend সেইদিকে হয়, অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল চাহিদা। অর্থাৎ বেশী সংখ্যক মানুষ সেই দ্রব্যটিকে গ্রহণ করে।

আবার যে দ্রব্যগুলি বাজারে আসে কিন্তু খুব একটা জনপ্রিয়তা পায় না, তখন সেটা হল out going trend.

এইভাবে ফ্যাশনজাত দ্রব্যের চলমান বাজার আসা থেকে শুরু করে কিছু দিনের ব্যাবধানে কিছু সংখ্যক লোকের গ্রহণ থেকে শুরু করে বিপুল সংখ্যক মানুষের চাহিদা বা গ্রহণ এবং অবশেষে দ্রব্যের বাজার পড়ে যাওয়া বা অবলুপ্ত হওয়া সবই লক্ষণীয় এবং এ বিষয়ে লৈখিক চিত্র অঙ্কন করিলে, বেল বা ঘন্টা আকারের যে চিত্র দেখা যায় সেটাকে ফ্যাশন সাইকেল (Fashion cycle) বলা হয়।

সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন পোশকজাত দ্রব্যর গ্রহণ বা অবস্থিতি কমে যাওয়া এবং পরে আবার জাগ্রত হওয়া সবই মানুষের চাহিদা বা রুচির উপর নির্ভর করে।

ফ্যাশনজাত পোশাক বা নিত্য নূতন ডিজাইনের পোশাক সামগ্রী বিভিন্ন সময়কালকে লক্ষ্য করে উৎপাদন করা হয়, এ বিষয়ে গ্রীষ্ম ও শীত এই দুই সময়কাল লক্ষ্যণীয় এবং এই সময়কাল উপযোগী যে যে নূতন ফ্যাশনজাত দ্রব্য Launch করা বা বাজারে আমদানি করা, সেই সময়কালকে ফ্যাশনের সময়কাল বা ফ্যাশন সীজন (Fashion season) বলে।

ফ্যাশন সীজন বা সময় কাল দুই ধরনের

১. শরৎ ও শীতকালীন (Autumn-winter season based)

উপযুক্ত গরম পোশাক প্রধানতঃ উলেন, সিন্থেটিক বা উল/সিন্থেটিক সংমিশ্রণ তন্তু দিয়ে তৈরী কাপড় ও উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের পোশাক।

২. বসন্ত ও গ্রীষ্মকালীন (Spring-summer season based)

উপযুক্ত পোশাক যা শরীর-কে শীতল বা আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে সাহায্য করে, এই সময়কালে বিভিন্ন প্রাকৃতিক তন্তু অর্থাৎ কটন জাতীয় কাপড় দিয়ে বানানো হয়।

বিভিন্ন মানের তন্তু বা এদের সংমিশ্রণ ও প্রয়োগ এবং কাপড় উৎপাদন কারখানাগুলির মালিকেরা, ব্যাবসাদারেরা বিভিন্ন মেলা, প্রদর্শনী বা বিভিন্ন সেমিনারে যোগদান বা একত্রিত হয়ে যে পোশাকের বা কাপড়ের সুতায়, কাপড়ের এবং মেশিনের Up-gradation ইত্যাদি বিষয়ে নানা আলোচনার মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা এবং নতুন ডিজাইন বা নিত্য নূতন ধরনের বা মানের কাপড় দিয়ে স্টাইল যুক্ত উন্নত মানের ফ্যাশন পোশাক উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রতিযোগীতার বাজারে সফলতা ইত্যাদি হল মূল লক্ষ্য।

ফ্যাশনের কাপড়গুলির মধ্যে যেগুলি আকর্ষণীয় এবং জনপ্রিয় সেগুলি হল ডেনিস, করডুরয়, ক্যানভাস, টুইল, ড্রিল এবং ইণ্ড্রাস্টিয়াল কাপড় ইত্যাদি। এই ধরনের কাপড়গুলি বিভিন্ন রঙ-এর বা রঙ দিয়ে চাপানো এবং কাপড়ের উপরিতলের অনুভূতি নিত্য নূতন, ভিন্ন প্রকৃতির, যা মনকে অনুভূতির প্রেরণা জোগায়। ফ্যাশন আধিকারিকরা নিজ নিজ ডিজাইনার বা কেতাকল্পক, ব্যাবসাদার বিপননকারী এবং প্রযুক্তি বিদ্যায় অভিজ্ঞজনদের নিয়ে বিভিন্ন দেশের ফ্যাশন রাজধানীগুলিতে যে মেলা, প্রদর্শনী বা প্রতিযোগীমূলক অনুষ্ঠানে যোগদান এবং নিজেদের দ্রব্যের মান উন্নত করার বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করে। এ বিষয়ে প্যারিস, লণ্ডন, মিলান, টোকিও, ফ্রাঙ্কফার্ট, জার্মানী, ভারত, পাকিস্তান, চীন ও বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশের বা দেশের অন্তর্ভুক্ত ফ্যাশন ক্যাপিটালের নাম করা যেতে পারে।

সাধারনতঃ পোশাক বাজারকে ভৌগলিক এলাকা এবং আয়তন অনুযায়ী বিভিন্নভাগে বিভক্ত করা হয়, সেগুলি হল

১. স্থানীয় বাজার (Domestic market)

যখন পোশাকজাত দ্রব্যর ক্রয়-বিক্রয় দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে এবং অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যর মালিকানার হস্তান্তর ঘটায়, সেই ধরনের বাজারকে স্থানীয় বাজার বলে।

২. জাতীয় বাজার (National market)

যখন পোশাকজাত দ্রব্যর কেনা-বেচা সমগ্র দেশজুড়ে চলে অর্থাৎ দেশের মধ্যেই আদান-প্রদানের হস্তান্তর হয়ে থাকে, সেই ধরনের বাজারকে জাতীয় বাজার বলে।

৩. আন্তর্জাতিক বাজার (International market)

এক্ষেত্রে পোশাকজাত দ্রব্যর ব্যাবসা বা কেনা-বেচা নির্দিষ্ট দেশের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন দেশগুলিতে পরস্পর বোঝাপড়ার মাধ্যমে লেনদেন বা বিনিময় হয় তখন তাহাকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে।

আবার যখন উৎপাদিত দ্রব্য দেশের বাইরে অর্থাৎ বিদেশে রপ্তানি করা হয়, তখন তাহাকে রপ্তানি বাজার বা Export Market বলে।

বিভিন্ন ধরনের টেক্সটাইল জাত কাপড় উৎপাদন করা অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে পোশাক এবং ফ্যাশনজাত পোশাক উৎপাদন-এর ক্ষেত্রে যা কাজে লাগে, সেগুলি হইল

১. বিভিন্ন মান এবং গুণসম্পন্ন কাপড় যা বুনন প্রক্রিয়ায় এবং হোসিয়ারীতে উৎপাদন করা হয়। পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন মাপের পোশাক উৎপাদন এর ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

২. খেলার পোশাক উৎপাদন-এর জন্য নির্দিষ্ট গুণগত মানের কাপড়।

৩. সাঁতার কাটার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক উৎপাদন-এর কাপড়।

৪. আভ্যন্তরীণ পোশাক বানাতে বিভিন্ন ধরনের কাপড়, যেখানে কাপড়ের প্রসারণ ক্ষমতা ও সঙ্কোচন ক্ষমতা বেশী যেমন, গেঞ্জী, মোজা, গ্লাপস্, সোয়েটার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কাপড়।

৫. গৃহসজ্জার ক্ষেত্রে যেমন ফার্নিচার, দরজা-জানালার পদরা, কার্পেট, বিছানার চাদর, বালিশের কভার, কম্বল, তোয়ালে, টেবিল কভার ইত্যাদির ব্যাবহৃত কাপড়।

৬. প্রসুতির পোশাক উৎপাদন-এর জন্য যে গুণগত মানের কাপড়।

ফ্যাশন ব্যাবসার মুখ্য ভূমিকা হল বিভিন্ন গুণমান সম্পন্ন কাপড় দিয়ে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের বিভিন্ন মাপ বা সাইজের ফ্যাশন এবং স্টাইলযুক্ত রেডিমেড পোশাক বাজারে যাদের চাহিদা বেশী বা কোন ধরনের পোশাকের চাহিদা আছে, সেই সংক্রান্ত পোশাক উৎপাদন থেকে শুরু করে সেই সমস্ত শিল্পের বৈশিষ্ট পর্যালোচনা করা এবং এছাড়াও ফ্যাশন ব্যাবসার আর একদিক বা অংশ যেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষ্যণীয়, যেমন আভ্যন্তরীণ পোশাক উৎপাদন এবং পোশাকের মধ্যে ব্যাবহৃত আনুষঙ্গিক জিনিষগুলি যেমন—জুতো, হাতব্যাগ, টুপি, ছাতা, গহনা এবং বিভিন্ন কসমেটিক দ্রব্য, এই সমস্ত জিনিষগুলির শিল্প এবং বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও সার্বিক পরিকল্পনার উপর নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন যাতে ফ্যাশন ব্যাবসায় কাজ রমরমা হয়।

ফ্যাশন পোশাক-এর প্রবণতা ও পূর্বানুমান :

সম্পূর্ণ পোশাক খুচরো ব্যাবসায়ীদের হাতে বা পোশাকের বাজারে বিভিন্ন ষ্টলে পৌঁছনোর এক থেকে দেড় বৎসর পূর্বে ফ্যাশনজাত পোশাক উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। পোশাক উৎপাদক বা ব্যাবসায়ীরা অনেক আগে থেকে এই শিল্পে অভিজ্ঞ কর্মীদের নিয়ে খরিদ্দারের (Consumers) এর প্রবণতা বা ঝোঁক বিশ্লেষণ করা ও ফ্যাশন জাত পোশাক-এর স্টাইল সম্বন্ধে পূর্বানুমান এবং সেই জাতীয় পোশাক উৎপাদন করা পোশাকের বাজারে নিয়ে আসা হল। মূল লক্ষ্য বা কাজ আবার বিশ্বের ফ্যাশন পোশাক-এর বাজার অনুসন্ধান করে কোন কোন ফ্যাশনজাত পোশাক-এর চাহিদা বেশী বা ক্রেতাদের মনোভাব কীরূপ সেই বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হল ফ্যাশন লিডার বা পরিচালকদের মূল ভূমিকা। এই ফ্যাশন পরিচালকেরা সেইমত বিভিন্ন বস্ত্র কোম্পানীর উৎপাদক-এর সাথে আলোচনা করে বিভিন্ন প্রকার তন্তু সংগ্রহ থেকে শুরু করে কাপড় উৎপাদন-এর ব্যাপারে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ফ্যাশন ডিজাইনার বা পোশাক উৎপাদকরা যে যে পোশাকের মেলা বা Fair গুলি বিভিন্ন দেশে বা রাষ্ট্রে হয়ে থাকে, সেগুলিতে যোগদান করে অনেক কিছু বিষয়ে অনুসন্ধান করা থেকে শুরু করে নূতন স্টাইল যুক্ত পোশাক, বিভিন্ন গুণের কাপড় উৎপাদন ও পোশাকের আনুষঙ্গিক জিনিষগুলির উৎপাদন ও সঠিক বাজারদর সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন এবং সেইমত পোশাক বাজারকে আরও সক্রিয় করে তোলা হল তাঁদের মূল লক্ষ্য।

বিভিন্ন দেশে যে যে মেলা বা প্রদর্শনীগুলি হয়ে থাকে সেগুলি সম্বন্ধে নীচে দেওয়া হল :

১. প্রিমিয়ার ভিশন যা প্যারিসে হয়ে থাকে সেপ্টেম্বর মাসে

২. ইনটারস্টফ, ট্রেড শো যা ওয়েষ্ট জার্মানির ফ্রাঙ্ক ফোর্টে হয়ে থাকে

৩. আইডিয়া স্কোমো ট্রেড শো যা ইতালির কোমোতে হয়ে থাকে যেখানে কাপড় উৎপাদকের এই প্রদর্শনীতে যোগদান করে বিভিন্ন ধরনের পোশাকজাত দ্রব্যের গুণাগুণ ও বাজার দর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন

৪. ট্রেক্সটালিয়া, ট্রেড ফেয়ার এটা ইতালির মিলানে হয়ে থাকে

৫. নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন উইক

৬. মিলন ফ্যাশন উইক

৭. ইন্ডিয়া ফ্যাশন উইক ইত্যাদি

৮. ল্যাকমে ফ্যাশন উইক ইত্যাদি

এছাড়াও আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতে যে যে বিভিন্ন প্রদর্শনী বা শো গুলি হয়ে থাকে যেমন তিলোত্তমা ফ্যাশন শো, সানন্দা ফ্যাশন শো ইত্যাদি।

১১.৩ নথীকরণ পদ্ধতি

১। প্রথমে শিল্পগোষ্ঠীকে (unit)-কে General Manager-এর নিকট দরখাস্ত করতে হবে।

২। নথীকরণ লিপি পূর্ণ করে নির্দিষ্ট সময়ে তা জেলা শিল্পায়ন অফিসে জমা দিতে হবে।

৩। জেলা শিল্পায়ন অফিস এক মাসের মধ্যে তাদের তথ্যাদি সংগ্রহ করে উক্ত শিল্পগোষ্ঠীকে জানাতে বাধ্য থাকিবে।

১১.৪ ব্যবসায়িক অনুমোদন লিপি (Trade Licence)

যে কোন ব্যবসার জন্য সেই ব্যবসার অনুমোদন লিপি প্রয়োজন। এই মর্মে ব্যবসাদারকে তার এলাকার পৌরসভায় দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্ত অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট পৌরসভা দ্বারা প্রদেয় লিপি পূরণ করে এক মাসের মধ্যে পৌরসভায় জমা দিতে হবে। পৌরসভা সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদন করলে ব্যবসায়কি অনুমোদন লিপি পাওয়া যায়। প্রয়োজনে পৌরসভা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবসা তদন্ত করে দেখতে পারে।

১১.৫ ব্যবসার বিষয়বস্তু ও লোন সংক্রান্ত আবেদনপত্র

যে কোন ব্যবসা তা লাভজনক কিনা তা পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে নচেৎ সেই ব্যবসাদের লোকসানের সম্মুখীন হতে পারে। এর জন্য ব্যবসার বিষয়দ বিবরণ সহ আগামী তিন বছরে সেই ব্যবসার আনুমানিক লাভ লোকসানের একটি খতিয়ান পেশ করা আবশ্যক অন্যথায় ব্যক্তি ব্যবসাদারে ব্যবসা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা অনুধাবন করা যায় না। সেইজন্য ব্যবসার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য এবং তার বাজার সম্বন্ধে পরিষ্কার একটি বিবরণ (ছয় কপি) পেশ করা অতি প্রয়োজন।

ব্যবসায়িক লোন দুই প্রকার—(১) স্বল্পমেয়াদী এবং (২) দীর্ঘমেয়াদী।

এই ধরনের লোন নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি থেকে পাওয়া যেতে পারে।

(ক) জেলা গ্রামীণ শিল্প বিকাশ নিগম।

(খ) জেলা শিল্পায়ন (PMRY, SGSY)।

(গ) ইউনাইটেড ব্যঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

(ঘ) ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

এই মর্মে প্রত্যেকটি সংস্থার আলাদা আলাদা form আছে।

১১.৬ উদ্যোগ গ্রহণের প্রকল্প (Entrepreneurship Development Programme

ব্যক্তি ব্যবসাদরকে অধিক শিল্পমুখী করার জন্য বা ব্যক্তিকে স্বল্প পরিমাণ শিল্পের অভিমুখীকরণ হেতু সরকার স্বনিযুক্তি প্রকল্পের উপর জোর দিয়ে থাকে। এজন্য ব্যক্তির ব্যবসায়িক সত্তা জাগরেণর হেতু শিল্পগোষ্ঠী উন্নয়ন প্রকল্প চালু আছে। এই প্রকল্পগুলি বিশেষভাবে সরকার দ্বারা পরিচালিত। জেলা শিল্পায়ন সারা বছর এই ধৰনের উন্নয়ন প্রকল্প করে থাকে।

বিশদ বিবরণের এবং যোগাযোগের জন্য জেলা শিল্পায়নের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অতি প্রয়োজন।

জেলা শিল্পায়ন শুধু ব্যবসাদারের ব্যক্তি স্বার্থ দেখে না তারা তাদের প্রকল্প রূপায়ণেও সহায়তা করে।

১১.৭ প্রকল্প প্রস্তুতীকরণ (Preparation of Projects)

নীচে একটি প্রকল্প প্রস্তুতীকরণের নমুনা দেওয়া হল। এটি ব্যক্তি বা ব্যক্তি ব্যবসাদারকে প্রকল্প রূপায়ণে সহায়তা করবে।

১১.৮ ব্যবসায়িক প্রকল্পের নমুনা (Project Profile)

১। প্রকল্পের নাম ঃ

২। প্রকল্পের ভূমিকা ঃ

৩। উক্ত প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বাজারে তার চাহিদা কেমন ঃ

৪। উৎপাদিত দ্রব্যের নাম এবং বিবরণ ঃ

৫। চাহিদার পরিমাণ (বাজারের পঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব) ঃ

৬। উৎপাদনের flow chart ঃ

৭। তখনিকী এবং তার উৎস ঃ

৮। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ঃ

৯। প্রয়োজনীয় infrastructure ঃ

১০। প্রকল্পের পরিমাণ (আনুমানিক টাকায়) ঃ

(ক) জমি ও বাড়ী ঃ

(খ) মেশিন ঃ

(গ) স্থায়ী আমানত ঃ

(ঘ) প্রাথমিক পরিচালন খরচ ঃ

(ঙ) পুঁজি ঃ

মোট (টাকায়)

১১। বিদ্যুৎ সরবরাহের উৎস এবং তার প্রাপ্তি ঃ

১২। বিশেষ বিষয় ঃ

১৩। আগামী তিন বছরের লাভক্ষতির খতিয়ান ঃ

১৪। আমানত উদ্ধারকারী সংস্থার নাম ঃ

স্বাক্ষর ঃ

সংলগ্ন ঃ

গ্রন্থপঞ্জী

১) শিল্পের সারার্থ, লেখক (ভাষান্তর) সন্দীপন ভট্টাচার্য, প্রকাশক দীপায়ন, (১৯৯৯)।

২) টাই-উই টেক্সটাইল অফ ইন্ডিয়া-ট্র্যাডিশন এবং ট্রেড ; ভি মূর্ত্তি এবং আর ক্রিল, রিজ্জোলি ইনটারন্যাশনাল পাবলিকেশন, আমেরিকা, (১৯৯১)

ভারতবর্ষের বাঁধনী এবং রঞ্জন প্রক্রিয়ার পরম্পরা ও তার বাণিজ্যকরণ ভি. মূর্ত্তি এবং আর. ক্রিল রিজ্জলা আন্তর্জাতিক প্রকাশনী, আমেরিকা, ১৯৯১

৩) শিল্প ও শিল্পী, কৃষ্ণলাল দাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, (২০০৩)।

৪) বস্ত্রের রঞ্জন প্রক্রিয়া—ড. অসীম কুমার রায়চৌধুরী (১৯৮৭)

Published by Larn Books, Sterling Publishing Co. New York, (2004)

৫) টানাবানা হ্যান্ডউভেন অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফ্‌টেড টেক্সটাইল অফ ইন্ডিয়া, আর জেইটলি, edited মল্লিকা সারাভাই, মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইল, গভঃ অফ ইন্ডিয়া (২০০৭)।

৬) Introduction to Fashion Design by Patrick John Ireland

৭) Fashion Design Illustration : Men by Patrick John Ireland

৮) Zarapkar system of cutting by Navneet Publishers

৯) The Encyclopedia of 'Stitches' with 245 stitches illustrated and 24 exquisite projects. Edited by Karen Hemingway

১০) Fashion from concept to consumers by Gini Stephens Frings

১১) Fashion merehanding and marketing